মহিলা মাসাইল

মহিলাদের জন্য যুগোপযোগী
একটি প্রশ্নোত্তর সংকলন

ফাতওয়া প্রদানকারী স্কলারবৃন্দ

শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায
শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসায়মীন
শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল জিব্‌রীন
সৌদি আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটি

সংকলক
মুহাম্মাদ বিন আবদুল আযীয আল মুসনাদ

অনুবাদ
মাসঊদুর রহমান নূর

সবুজপত্র

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া যে, তিনি 'ফাতাওয়া আল মারআতি'-এর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় একটি আরবী ফতোয়া সংকলনের অনুবাদ (মহিলা মাসাইল) বাংলা ভাষাভাষী মা-বোনদের খিদমতে পেশ করার তাওফীক দিয়েছেন, যাতে মুসলিম নারীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বহু আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধান পরিবেশন করা হয়েছে।

মানুষ সামাজিক জীব। জাগতিক নিয়মানুযায়ী সমাজব্যবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের এ ধারাবাহিকতায় এমন সব বিষয় সামনে এসে পড়ে, যা রাসূল (স)-এর যুগে বা তাঁর পরবর্তী অন্য উত্তম যুগগুলোতে ছিল না। এগুলোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের জানা নেই। এই না-জানাটা একান্তই আমাদের দুর্বলতা। কারণ, কুরআনে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব ধরনের সমস্যার সমাধান বর্ণনা করেছেন। তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, "আমি কিতাবে (কুরআনে) কোনো জিনিসই বাদ দিইনি।" বিদায় হজের দিন আরাফার ময়দানে ইসলামের পরিপূর্ণতার সত্যতা প্রমাণ করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণীতে, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম।" নিতান্তই মেধা ও বোধশক্তির অসম্পূর্ণতার কারণে হয়তো আমরা সে সমাধান কুরআন থেকে নিজেরা বের করে নিতে পারি না, যার কারণে আমাদের শরণাপন্ন হতে হয় এমন সব ইসলামী ব্যক্তিত্বের, বাস্তবিকই যাঁদের সামর্থ্য রয়েছে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সেসব নতুন সমস্যার সমাধান দেওয়ার। মানবজাতিকে হেদায়াতের সঠিক পথে ধরে রাখার জন্য, গোমরাহী ও কুসংস্কারের করাল গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মহান আল্লাহ প্রতিটি শতাব্দীতে এ ধরনের কিছু সুযোগ্য আলেমে দীনকে পাঠিয়ে দেন। এই অনুবাদ গ্রন্থে সংকলিত সমস্যার সমাধানও দিয়েছেন শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায, শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-ওসায়মীন, শায়খ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আল জিব্‌রীন-এর মতো সর্বজন-শ্রদ্ধেয় মুফতী-আলেমগ (মহান আল্লাহ তাঁদের এই খিদমতকে কবুল করুন), যাঁদের প্রদত্ত ফতোয়া সর্বদেশে সর্বজন গ্রহণযোগ্য।

আকীদা, ইলম, তাহারাত, হায়েয, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ-ওমরা, বিবাহ, তালাক, পর্দা, পোশাক-পরিচ্ছদসহ আরো অন্যান্য বিষয়ের উপর শুধু মহিলাদের প্রশ্নসংবলিত এ ধরনের সংকলন ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। সৌদি আরবের

প্রধান মুফতীদের দেওয়া ফতোয়াগুলোকে এতে সন্নিবেশিত করেছেন মুহতারাম মুহাম্মদ আল মুসনাদ। রিয়াদের 'দারুল ওয়াতান' থেকে এটি প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশের নারীসমাজের জন্য এ ধরনের একটি বিশুদ্ধ ফতোয়া সংকলনের অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই আমি একে ভাষান্তরিত করার কাজে হাত দিই।

গ্রন্থটিতে মহিলাদের প্রায় সব ধরনের সমস্যা স্থান পেয়েছে। নিতান্তই ব্যক্তিগত ও শারীরিক সমস্যাবলির পাশাপাশি পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রই বাদ থাকেনি। নতুন ধরনের যেসব বিষয় বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলিম নারীসমাজের সামনে এসে পড়েছে, সেগুলোর ব্যাপারেও অনেক প্রশ্নোত্তর এতে রয়েছে। ফতোয়া দানকারী সম্মানিত মুফতীগণ প্রশ্নগুলোর কুরআন-হাদীসের দলীলভিত্তিক উত্তর দিয়েছেন। তারপরও যদি কোনো বিষয়ে কেউ এর চেয়ে শক্তিশালী কোনো দলীল খুঁজে পান, তবে সেটা অবশ্যই বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। মনে রাখতে হবে, ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ-মুফতীগণের ভুল হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এ জন্য কোনোভাবেই তাঁদের নিন্দা বা দোষারোপ করা যাবে না।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, নরসিংদীর জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসার মুহতারাম উপাধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা মাহমুদুল হাসান মাদানী এবং সৌদি দূতাবাসের রিলিজিয়াস অ্যাটাশ্যাই অফিসের তথ্য কর্মকর্তা, আ ন ম রশীদ আহমাদ-এর প্রতি, যাঁদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে আমি এ কাজে হাত দেওয়ার সাহস পেয়েছিলাম। সবুজপত্র পাবলিকেশন্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাভাজন মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যার আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

আমি একজন মানুষ। নবী-রাসূল ব্যতীত কোনো মানুষই ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। সুতরাং, অনুবাদের ক্ষেত্রে বা মুদ্রণজনিত যেকোনো ছোট-বড় ভুলত্রুটি অবহিত করলে বাধিত হব।

আল্লাহ আমাদের এ খিদমতটুকু কবুল করুন। আমীন!

-মাসঊদুর রহমান নূর

ফাতাওয়া প্রদানকারী স্কলারবৃন্দের পরিচিতি

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন বায (র)

আবদুল আযিয বিন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-বায। সৌদি আরবের সুবিখ্যাত ইসলামিক স্কলার এবং সালাফী মতাদর্শের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। শরয়ী জ্ঞানে অপরিসীম পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি তাঁর সমকালীন সময়ে গ্রহণযোগ্যতা ও শ্রদ্ধার্জনের ক্ষেত্রে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সালাফী মতাদর্শের অন্যসারীগণ তাকে 'ইমাম' হিসেবে গণ্য করেন। শায়খ আল বানী (র) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি (বিন বায) এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ তথা সমাজ-সংস্কারক'। শায়খ আবদুর রাজ্জাক আফিফী বলেন, 'বিন বায এই সময়ের আলেমদের স্তর থেকে অনেক উর্দ্ধে। ইলম, আমল এবং আখলাকের বিচারে তিনি পূর্ব-যুগের আলেমদের সমতুল্য।'

বিন বায (র) ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে ষোল বছর বয়সে চোখে গুরুতর সংক্রমণের শিকার হয়ে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাতে শুরু করেন এবং বিশ বছর বয়সে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান।

কর্মজীবনে তিনি প্রভুত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি আল-খারজ জেলার বিচারক ছিলেন। ১৯৯৩ সালে তিনি সৌদি আরবের 'গ্র্যান্ড মুফতি' হিসেবে নিযুক্ত হন এবং মৃত্যু অবধী উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একই সাথে তিনি 'কাউন্সিল অফ সিনিয়র স্কলারস্-এর প্রধান হন। তিনি 'মুসলিম ওয়ার্ল্ড' লিগের সংবিধান পরিষদের প্রেসিডেন্ট ও সদস্য ছিলেন।

১৯৮১ সালে তিনি ইসলামের প্রচার প্রসারে বিশেষ অবদান রাখার জন্য 'বাদশাহ ফায়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার' লাভ করেন। সৌদি আরবের তিনিই একমাত্র গ্র্যান্ড মুফতি, যিনি 'আল-শায়খ' ফ্যামিলির সদস্য নন।

কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, তাওহীদ, দাওয়াত ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ষাটের অধিক গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করেন।

১৯৯৯ সালের ১৩ মে এই মহান আলেমে দীন ৮৯ বছর বয়সে কিং ফয়সাল হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

* *

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ বিন উসাইমীন (র)

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন সালেহ বিন মুহাম্মাদ আত্-তামীমী। তিনি ১৯২৫ সালের ৯ মার্চ (হিজরী ২৭ রামাযান, ১৩৪৭) রাতে সউদী আরবের আল ক্বাসীম প্রদেশের উনাইযা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

বিগত শতাব্দীতে আরববিশ্বে যে কয়েকজন বিখ্যাত আলেম শির্ক-বিদ'আতমুক্ত ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের একজন হলেন, শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ বিন উসাইমীন (র)। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফারায়েয, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, আরবী ব্যাকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি উনাইযার বড় মসজিদে দারস ও তাদরীসে নিয়োজিত থাকেন। অতঃপর তিনি সৌদি আরবের 'ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'-এর ক্বাসীম শাখায় অধ্যাপনা করেন।

বিশ্ববিখ্যাত একজন আলেম ও দা'ঈ হয়েও তিনি বড় কোনো পদে অধিষ্ঠিত হতে অনাগ্রহী ছিলেন। ইল্ম চর্চা, দাওয়াত ও পাঠদানকেই তিনি মিশন হিসেবে নিয়েছিলেন। যখন যেখানেই যেতেন ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে তার দারস শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে যেতো। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কার উম্মুল ক্বুরা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি ভিজিটর প্রফেসর হিসেবে ক্লাস নিতেন। মসজিদে নববী, হারাম শরীফ ও বিভিন্ন মসজিদে যখন যেতেন শ্রোতাগণ তাকে ঘিরে দারসে বসে যেতেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল, বিনয়ী, নম্র এবং আল্লাহ ভীরু। জীবনের প্রতিটি কাজে তিনি রাসূল (স)-এর সুন্নাহ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতেন। ফাতোওয়া দানের ক্ষেত্রে তিনি তাড়াহুড়া না করে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতেন।

তাঁর রচিত কিতাবের মধ্যে রয়েছে- (১) শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ, (২) কাশফুশ্ শুবহাত, (৩) আল কাওয়ায়েদুল মুছলা, (৪) শারহুল আরবা'ঈন আন নাবূবিয়্যাহ, (৫) কিতাবুল ইলম, (৬) আশ্ শারহুল মুমতিউ (৭ খণ্ড), (৭) শারহু ছালাছাতুল উসূল, (৮) আল উসূল মিন ইলমিল উসূল, (৯) মাজালিসু শাহরি রমাদান। এছাড়া তাঁর অসংখ্য ক্যাসেট ও পুস্তিকা, যা তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত 'ইবনে উসাইমীন কল্যাণ সংস্থা' থেকে প্রকাশ ও প্রচারিত হয়। তাঁর সৃজনশীল খিদমতসমূহ ওয়েব সাইটেও পাওয়া যায়।

এই স্বনামধন্য আলেমে দীন ২০০১ সালের ১০ জানুয়ারি (হিজরী ১৫ শাওয়াল, ১৪২১) মাগরিবের নামাযের সামান্য পূর্বে ইন্তেকাল করেন।

* *

শায়খ ফাহদ বিন হামদ বিন জিব্‌রীন (র)

আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন ইব্‌রাহীম বিন ফাহদ বিন হামদ বিন জিব্‌রীন। ১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করা এই প্রসিদ্ধ সাউদী ইসলামী চিন্তাবিদ শৈশব থেকেই শরয়ী জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায় পদচারনা শুরু করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি যখন পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন, তখন তার বয়স ছিলো ৫৬ বছর। তাঁর প্রসিদ্ধ উস্তাদদের মধ্যে শায়খ আবদুর রাজ্জাক আফিফী, শায়খ মুহাম্মদ আল আমীন আশ-শানকিতী, শায়খ আবদুল আযিয আল-শাইখ, শায়েখ সালেহ বিন মুহাম্মদ আল-লুহায়দান প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

আকীদাগত দিক থেকে তিনি তাঁর সময়ের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের গ্রহণযোগ্য আলেমদের অন্যতম ছিলেন। একই সাথে তিনি ছিলেন সালাফী মতাদর্শের প্রচারকদের মধ্যেও শীর্ষস্থানীয়। ফিক্‌হী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। জীবদ্দশায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সত্তরোর্ধ গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। সালাফী মতাদর্শের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন'-এর কর্মতৎপরতা এবং হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতুব-সহ তাদের নির্যাতিত নেতৃবৃন্দের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য একই সাথে প্রশংসিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ ছিলেন।

২০০৯ সালের ১৩ জুলাই ৭৭ বছর বয়সে রিয়াদস্থ 'কিং ফয়সাল' হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

* *

রিয়াদস্থ স্থায়ী ফতোয়া কমিটি

সৌদি আরবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ফতোয়া প্রদান সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ফোরাম হলো, 'স্থায়ী ফতোয়া কমিটি'। ১৯৭১ সালের ২৯ আগস্ট গঠিত এই ফোরাম সৌদি আরবের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন। এর সভাপতির দায়িত্বে থাকেন, রাষ্ট্রের 'গ্র্যান্ড মুফতী'। 'কাউন্সিল অফ সিনিয়র স্কলারস'-এর মধ্য থেকে বাছাইকৃত স্কলারগণ এই কমিটির সদস্য। বিভিন্ন বিষয়ে নানামুখী রিসার্চ ওয়ার্কের পাশাপাশি এই কমিটি ফোন-ফ্যাক্স, চিঠি, মেইল ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে জনসাধারণের পক্ষ থেকে আগত প্রশ্ন ও মাসআলাসমূহ পর্যালোচনা করে এবং ফতোয়া প্রদান করে।

* * *

সূচিপত্র

ক্রম.	বিবরণ	পৃষ্ঠা
	_ ইসলাম বিনষ্টকারী দশটি বিষয়	২৮
	মুনাফিকীর প্রকারভেদ	৩২
এক.	**আকীদা-বিশ্বাস**	
০১.০১	কবর যিয়ারত এবং এর দ্বারা ওসীলা গ্রহণের হুকুম	৩৩
০১.০২	আল্লাহর বিধানাবলির বিরোধিতা করার হুকুম	৩৫
০১.০৩	গণক ও জাদুকরদের কাছে সমস্যার সমাধান চাওয়ার হুকুম	৩৬
০১.০৪	মিলাদ অনুষ্ঠান পালন করার হুকুম	৩৭
০১.০৫	বেনামাযী নিকটাত্মীয়ের সাথে আচার-ব্যবহারের হুকুম	৩৮
০১.০৬	অমুসলিম চাকর-চাকরানির খিদমত গ্রহণের হুকুম	৪০
০১.০৭	রক্ত দিয়ে গোসল করার হুকুম	৪০
০১.০৮	শিশুর পেটের উপর চামড়ার টুকরা বা এ জাতীয় কিছু রাখার হুকুম	৪২
০১.০৯	রক্ষাকবচ হিসেবে শিশুর পাশে ছুরি রাখার হুকুম	৪২
০১.১০	মৃত ব্যক্তিদের দ্বারা বরকত গ্রহণ করার হুকুম	৪৩
০১.১১	ছবি টাঙানো এবং সংগ্রহ করা বা জমানোর হুকুম	৪৪
০১.১২	মহান আল্লাহর পবিত্র নাম-লিখিত কাগজপত্রের হুকুম	৪৫
০১.১৩	রোগের যন্ত্রণায় ক্রন্দন করার হুকুম	৪৫
০১.১৪	মহিলাদের কবর যিয়ারতের হুকুম	৪৭
০১.১৫	ছবি আঁকার হুকুম	৪৮
০১.১৬	বিপদাপদের কারণে মৃত্যু কামনার হুকুম	৪৯
০১.১৭	দুই ঈদ, মিরাজের রজনী, শাবানের মধ্যবর্তী রজনী ইত্যাদি বিশেষ দিনে বা রাতে অনুষ্ঠান আয়োজনের হুকুম	৫১
০১.১৮	কাফিরদের নাপাকি তাদের অন্তরে	৫৩
০১.১৯	ইসলামের দিকে আহ্বানের উদ্দেশ্যে কাফিরদের সাথে মেলামেশার হুকুম	৫৪
০১.২০	বেহেশতে মহিলাদের প্রাপ্তি	৫৪
০১.২১	ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ও রিয়া (আত্মপ্রদর্শন তথা ভণ্ডামি)	৫৬
০১.২২	'মাতৃ-দিবস' তথা 'মাদারস ডে' নামে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের হুকুম	৫৬
০১.২৩	মানুষের কথাবার্তা সংরক্ষণ করার জন্য সংরক্ষক সৃষ্টি করার হিকমত	৫৮

	(উদ্দেশ্য)	
২২.৩৫	তালাকপ্রাপ্তা মহিলা কি স্বামীর সম্পদের অংশ পাবে?	২৮৭
২২.৩৬	চিত্রাঙ্কিত স্বর্ণ ক্রয়ের হুকুম	২৮৮
২২.৩৭	বাড়তি দাঁত তুলে ফেলার হুকুম	২৮৯
২২.৩৮	ছাত্রীদের প্রহার করার হুকুম	২৮৯
২২.৩৯	নখ ও চুল কাটার পর মাটিতে পুঁতে ফেলার হুকুম	২৮৯
২২.৪০	কার্যকর পদ্ধতিতে দাওয়াত দিতে হবে	২৯০
২২.৪১	কুরআন অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করলেও সাওয়াব পাওয়া যাবে	২৯০
২২.৪২	শরী'আত অননুমোদিত ওসীয়তের হুকুম	২৯১
২২.৪৩	মহিলাদের ধর্মীয় আলোচনা সভায় উপস্থিত হওয়ার হুকুম	২৯২
২২.৪৪	পড়া শেষ হওয়ার পর সহীফা কী করবে	২৯২
২২.৪৫	আত্মহত্যা করার হুকুম	২৯২
২২.৪৬	মহিলাদের জন্য বৈধ কর্মক্ষেত্র	২৯৩
২২.৪৭	গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের হুকুম	২৯৪
২২.৪৮	বিবাহের মোহর স্ত্রীর অধিকার	২৯৫
২২.৪৯	হাতমোজা পরা অবস্থায় পুরুষের সাথে করমর্দনের হুকুম	২৯৫
২২.৫০	হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় মহিলাদের সাথে মেলামেশার হুকুম	২৯৬
২২.৫১	মহিলাদের চুল কাটা, উঁচু হিলবিশিষ্ট জুতা পরা ও মেকআপ সামগ্রী ব্যবহারের হুকুম	২৯৬
২২.৫২	বিনা অনুমতিতে স্বামীর পকেট থেকে টাকা নেওয়ার হুকুম	২৯৭
২২.৫৩	নখ বড় রাখার হুকুম	২৯৮
২২.৫৪	কাযা আদায়ের পূর্বে নফল শুদ্ধ হবে না	২৯৮
২২.৫৫	শ্বশুরের সেবা করার হুকুম	২৯৯
২২.৫৬	পরীক্ষায় নকল করার হুকুম	২৯৯
২২.৫৭	রোগের প্রাবল্য গুনাহ কমায়	২৯৯
২২.৫৮	ব্রণের চিকিৎসায় মুখে ডিম-দুধ-মধু ইত্যাদি ব্যবহারের হুকুম	৩০০
২২.৫৯	হাততালি দেওয়া ও শিস বাজনোর হুকুম	৩০১
২২.৬০	শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন উপাধি দেওয়ার হুকুম	৩০১
২২.৬১	শিক্ষক কর্তৃক কম নম্বর দেওয়ার হুকুম	৩০২
২২.৬২	একটি প্রশ্ন ও উত্তর	৩০২
২২.৬৩	ক্রমাগত প্রচেষ্টা করলে আল্লাহ একটা ব্যবস্থা করে দেন	৩০৩

ইসলাম বিনষ্টকারী দশটি বিষয়

[১] আল্লাহর ইবাদাতে কাউকে শরিক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ইবাদাতে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে ক্ষমা করবেন না, এতদ্ব্যতীত যা কিছু অপরাধ আছে তা যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করবেন।" (সূরা ৪; নিসা ১১৬)

তিনি আরও বলেন,

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে তার উপর আল্লাহ তাআলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার আবাস হবে জাহান্নামে, আর (শির্ককারী) অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরা ৫; মায়িদা ৭২)

[২] যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও তাঁর মাঝে কোনো মাধ্যম নির্ধারণ করে তাদের কাছে কিছু চাইবে ও তাদের সুপারিশ প্রার্থনা করবে এবং তাদের উপর ভরসা করবে, সে ব্যক্তি উম্মতের সর্বসম্মত মতে কাফির হয়ে যাবে।

[৩] যে কেউ মুশরিকদের, যারা আল্লাহর ইবাদাতে এবং তাঁর সার্বভৌমত্বে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করে, তাদেরকে কাফির মনে করবে না বা তাদের কাফির হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে অথবা তাদের দীনকে সঠিক মনে করবে, সে উম্মতের ঐকমত্যে কাফির বলে বিবেচিত হবে।

[৪] যে ব্যক্তি মনে করবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথের চেয়ে অন্য কারো প্রদর্শিত পথ বেশি পূর্ণাঙ্গ অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসনব্যবস্থার চেয়ে অন্য কারো শাসনব্যবস্থা বেশি ভালো, এমনিভাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচারপদ্ধতির উপর তাগূতি শক্তির তথা আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিচারব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেবে, সে কাফিরদের মধ্যে গণ্য হবে।

[৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন, এর সামান্য কিছুও যদি কেউ অপছন্দ করে এবং তার উপর আমল করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। এর প্রমাণ আল-কুরআনের বাণী,

﴿ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴾

"আর এটা তথা জাহান্নামে যাওয়া এ জন্যই যে তারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অপছন্দ করেছে, ফলে তিনি তাদের কর্মকাণ্ড নষ্ট করে দিয়েছেন।" (সূরা ৪৭; মুহাম্মদ ৯)

[৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত দীনের (জীবন বিধানের) মৌলিক বিষয়গুলোর সামান্যতম কিছু নিয়ে যদি কেউ ঠাট্টা করে বা দীনের কোনো আমলের পুরস্কার বা তিরস্কার নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেও কাফির হয়ে যাবে। তার প্রমাণ– আল্লাহর বাণী,

﴿ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ﴿٦٦﴾ ﴾

''বলুন! তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর প্রদত্ত বিধানসমূহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঠাট্টা করছ? তোমরা কোনো প্রকার ওজর পেশ করো না। কারণ তোমরা ঈমান আনার পরে কুফরী আচরণ করেছ।" (সূরা ৯; তাওবা ৬৫-৬৬)

[৭] জাদু, বাণ-টোনা ও মায়াবিদ্যা দ্বারা সম্পর্ক বিচ্যুতি ঘটানো বা সম্পর্ক স্থাপন করানো। যদি কেউ এগুলো করে বা করতে রাজি হয়, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। এর প্রমাণ কুরআনের বাণী,

﴿ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾

"ঐন্দ্রজালিকরা ব্যাবিলন নগরের হারুত ও মারুত নামীয় দুই ফেরেশতার উপর অবতারিত জাদুবিদ্যার অনুসরণ করতো। এরা কাউকে জাদু শিক্ষাদানের পূর্বে প্রত্যেককে বলত, দেখ! আমরা পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী করো না।" (সূরা ২; বাকারা ১০২)

[৮] মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ অবলম্বন করা এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা কুফরি। মহান আল্লাহর বাণী,

﴿ لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۭ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ﴾

"মুশরিকরা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের থেকে যারা মুশরিকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তারা তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী কোনো জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেন না বা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান না।" (সূরা ৫; মায়িদা ৫১)

[৯] যে এ কথা বিশ্বাস করবে যে যেমনিভাবে খিজির আলাইহিস সালামের জন্য মূসা আলাইহিস সালামের শরী'আতের বাইরে থাকা সম্ভব হয়েছিল, তেমনিভাবে কারো কারো জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত শরী'আতের বাইরে থাকা সম্ভব, সেও কাফির বলে গণ্য হবে।

[১০] আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হওয়া, দীন শিখতে বা দীনের আদেশ-নিষেধ অনুসারে কাজ করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করা। এর দলীল মহান আল্লাহর বাণী,

﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴾

"তার চেয়ে বেশি অত্যাচারী আর কে হতে পারে? যাকে আল্লাহর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর সে তা এড়িয়ে গেলো। নিশ্চয়ই আমি পাপিষ্ঠদের থেকে প্রতিশোধ নেব।" (সূরা ৪১; সাজদা ২২)

এ সমস্ত ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় ঠাট্টা করেই বলুক আর মন থেকে বলুক অথবা ভয়ে ভীত হয়েই বলুক, যেকোনো লোক এ সমস্ত কাজের কোনো একটি করলে কাফির বলে বিবেচিত হবে। তবে যাকে জোর করে এ রকম কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে তার হুকুম আলাদা।

এসবই অত্যন্ত বিপজ্জনক, যা আমাদের সমাজে অত্যধিক হারে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং মুসলিম-মাত্রই এগুলো থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা ও এগুলো থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর আযাব-গযবে পড়া ও তাঁর কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

* *

মুনাফিকীর প্রকারভেদ

মুনাফিকী প্রধানতঃ দুই প্রকার

বিশ্বাসগত ও আমলগত তথা কার্যগত

বিশ্বাসগত মুনাফিকী ছয় প্রকার

[১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

[২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তার সামান্যতম অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

[৩] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘৃণা বা অপছন্দ করা।

[৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তার সামান্যতম অংশকে ঘৃণা বা অপছন্দ করা।

[৫] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামামের দীনের অবনতিতে খুশি হওয়া।

[৬] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের বিজয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া।

এ ছয়টির যেকোনো একটি কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে জাহান্নামের সর্বশেষ স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে।

* *

এক. আকীদা

[১.১] কবর যিয়ারত এবং এর দ্বারা ওসীলা গ্রহণের হুকুম

প্রশ্নঃ কবর যিয়ারত করা, একে ওসীলা বানানো, ওসীলার জন্য সেখানে ধন-সম্পদ বা প্রাণী মান্নত করা ইত্যাদির হুকুম কী? যেমন– সাইয়েদ বাদাভি বা হোসাইন (রা), যয়নব (রা)-এর কবর যিয়ারত। সঠিক উত্তর দিয়ে আমাদেরকে উপকৃত করুন।

উত্তর (শায়খ বিন বায)ঃ কবর যিয়ারত দুই প্রকার। এর প্রথমটি শরী'আতসম্মত। মৃতদের জন্য দু'আ করা, তাদের প্রতি করুণা প্রকাশ, মৃত্যুর স্মরণ, পরকালের প্রস্তুতি ইত্যাদি কারণে এটি সবার নিকট কাম্যও বটে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«زُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»

"তোমরা কবর যিয়ারত করো, এটি তোমাদের পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।" (ইবনে মাজাহ: ১৫৬৯)

রাসূল (স) নিজে কবর যিয়ারত করতেন, পাশাপাশি সাহাবীগণও। কবর যিয়ারতের এ বিষয়টি শুধু পুরুষদের জন্য খাস; মহিলাদের জন্য নয়। মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা বৈধ নয়; বরং এ থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (স) নিজে কবর যিয়ারতকারিণী মহিলাদের অভিশাপ দিয়েছেন। কেননা, তাদের কবর যিয়ারতের কারণে নিজেদের জন্য ফিতনার আশঙ্কা বিদ্যমান। এমনিভাবে তারা ধৈর্যের স্বল্পতা ও শোকের আধিক্য (যা তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তার) দ্বারা অন্যদের মাঝেও ফিতনা ছড়াতে

পারে। কবরস্থানের দিকে গমনকারী জানাযার অনুসরণ করাও তাদের জন্য শরী'আতসম্মত নয়। বিশুদ্ধ হাদীসে উম্মে আতিয়্যাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে আমাদের উপর পীড়াপীড়ি করা হয়নি।' এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, মহিলাদের ধৈর্যের স্বল্পতাহেতু যে ফিতনার আশঙ্কা বিদ্যমান তা থেকে বেঁচে থাকার জন্যই তাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। মূলত নিষেধাজ্ঞার অর্থই হলো হুরমাত তথা হারাম। কেননা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ﴾

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা ৫৯; হাশর ৭)

তবে মৃতের উপর জানাযার নামায আদায় করা নারী ও পুরুষ সবার জন্যই বৈধ। রাসূল (স) ও সাহাবীগণের হাদীসমূহের দ্বারা এর বিশুদ্ধতা প্রমাণিত।

এখানে উম্মে আতিয়্যাহর কথা 'আমাদের উপর পীড়াপীড়ি করা হয়নি' দ্বারা মহিলাদের জন্য জানাযার অনুসরণের বৈধতা প্রমাণিত হয় না। কেননা, রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞার প্রকাশ ঘটেছে। এটিই এর নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং মূল কারণ। তা ছাড়া উম্মে আতিয়্যাহর কথা তাঁর নিজস্ব ধারণা ও ইজতিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর দ্বারা বাস্তব এবং সঠিক সুন্নাতের বিরোধিতা করা যাবে না।

কবর যিয়ারতের দ্বিতীয় প্রকারটি বিদ'আত। আর তা হলো, 'কবরবাসীদের নিকট প্রার্থনা করা বা তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া, তাদের জন্য জবাই করা বা মানত করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা। এটি শির্কে আকবার এবং কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহর নিকট এ থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি। কবরের নিকট দু'আ করা, সেখানে তিলাওয়াত বা নামায আদায় করা ইত্যাদিও এ হুকুমের আওতাধীন। এটি বিদ'আত, শরী'আহ বহির্ভূত এবং শির্কের একটি মাধ্যম। মোটকথা, কবর যিয়ারত মূলত তিন প্রকার। যথা–

১. কবরবাসীদের জন্য দু'আ এবং পরকালের স্মরণের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা, এটি শরী'আহসম্মত।

২. কবরের নিকট তিলাওয়াত বা নামায আদায়ের জন্য বা জবাইয়ের উদ্দেশ্যে যিয়ারত, এটি বিদ'আত এবং শির্কের পথপ্রদর্শক।

৩. কবরস্থ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জবাই করা এবং এর দ্বারা নৈকট্য কামনা করা। অথবা, আল্লাহকে বাদ দিয়ে মৃতের নিকট সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া ইত্যাদি উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা শির্কে আকবার। আল্লাহর নিকট এ থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি।

এ সমস্ত নতুন আবিষ্কৃত যিয়ারত থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। যার কাছে প্রার্থনা করা হবে সে নবীই হোক বা কোনো সৎ ব্যক্তিই হোক, তা অবৈধ। কতিপয় মূর্খ লোক রাসূল (স)-এর কবরের নিকট গিয়ে যা করে সেগুলোও এ হুকুমের আওতাধীন। যেমন– তাঁর নিকট প্রার্থনা করা, পানাহ চাওয়া ইত্যাদি। এমনিভাবে হোসাইন (রা), বাদাভী (র), আবদুল কাদের জিলানী (র) প্রমুখের কবরকে উদ্দেশ্য করে এ ধরনের কার্যকলাপও হারাম।

দুই. ইল্‌ম বা জ্ঞান

[২.১] নারী ও জ্ঞান অন্বেষণ

প্রশ্নঃ মহিলাদের দীনি বিষয়াবলি শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূল (স) (প্রতি সপ্তাহে) একটি দিন নির্দিষ্ট রাখতেন, সেদিন তিনি জ্ঞান অন্বেষণে মসজিদে জমায়েত পুরুষদের পেছনে মহিলাদেরও অবস্থানের অনুমতি দিতেন। এখনকার আলেমরা রাসূলের এ আমলের অনুসরণ করেন না কেনো? তাঁরা এ অঙ্গনে কিছু কিছু খেদমত আঞ্জাম দেন ঠিকই, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। আমরা আরো বেশি চাই... আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর (শায়খ বিন বায)ঃ নিঃসন্দেহে রাসূল (স) এমন করেছেন। এখনকার আলেমরাও আলহামদুলিল্লাহ এ রকম খেদমত করে থাকেন। আমি (শায়খ বিন বায) নিজে মক্কা, তায়েফ, জেদ্দা প্রভৃতি জায়গায় অনেকবার এরূপ করেছি।

যেকোনো স্থানেই মহিলাদের দীনী শিক্ষার জন্য সময় দিতে আমার (শায়খ বিন বায) কোনো আপত্তি নেই। আমার সহযোগী এবং সাথী আলেমদের অবস্থানও এ ক্ষেত্রে আমার মতোই।

(আমাদের পরিচালিত) 'নুরুন আলাদ্‌দারবি' নামক প্রোগ্রামটির মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনেক কল্যাণের রাস্তা খুলে দিয়েছেন। মহিলারা ইচ্ছা করলে এতে তাদের প্রশ্নাবলি পাঠাতে পারে। প্রোগ্রামের সময় সেগুলোর উত্তর দেওয়া হয়। এ প্রোগ্রামটি প্রতি রাতে দুবার প্রচার করা হয় 'নেদাউল ইসলাম' ও 'আল কুরআনুল কারীম' নামক দুটি রেডিও চ্যানেল থেকে।

মহিলারা চাইলে 'দারুল ইফতা' তথা ফতোয়া কমিটির কাছেও তাদের প্রশ্নাবলি লিখে পাঠাতে পারে। আলেমদের একটি বড় কমিটি এখানে প্রশ্নাবলির উত্তর সম্পাদনা করেন। যেকোনো অবস্থাতেই নারী-পুরুষ সবার জন্য ইলম অর্জন করা সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, বিভিন্ন সভা-সমাবেশে মহিলারা উপস্থিত হতে কোনো বাধা নেই। তবে অবশ্যই তা পর্দাবৃত অবস্থায় হতে হবে।

[২.২] শিক্ষিকার সম্মানার্থে ছাত্রীদের দাঁড়ানোর হুকুম

প্রশ্ন: শিক্ষিকাকে সম্মান দেখানোর জন্য ছাত্রীদের দাঁড়ানোর হুকুম কী?

উত্তর (শায়খ বিন বায): শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্মান দেখানোর জন্য ছাত্রছাত্রীদের উঠে দাঁড়ানো একটি অনুচিত কাজ। কমপক্ষে বড় ধরনের মাকরূহ তো অবশ্যই। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত,

« لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَكُوْنُوْا يَقُوْمُوْنَ لَهُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ »

"সাহাবীদের কাছে রাসূল (স)-এর চেয়ে প্রিয় আর কেউ ছিল না, তবু যখন রাসূল (স) তাঁদের নিকট আসতেন, তখন তারা দাঁড়াতেন না। কেননা, তারা জানতেন, রাসূল (স) তা অপছন্দ করেন।" (তিরমিযী: ২৭৫৪)

এ ছাড়া রাসূল (স) বলেন,

« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »

"যে ব্যক্তি তার নিজের সম্মানার্থে লোকদের উঠে দাঁড়ানোকে পছন্দ করে এবং তা কামনা করে, সে জাহান্নামে নিজের জন্য জায়গা ঠিক করে নিলো।" (আবু দাউদ: ৫২২৯)

মহিলাদের হুকুমও এক্ষেত্রে পুরুষদের মতোই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন এবং অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন।

তিন. তাহারাত বা পবিত্রতা

[৩.১] নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার হুকুম

প্রশ্নঃ ওযূ ও নামাযে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার হুকুম কী?

উত্তর (শায়খ বিন বায)ঃ এটি একটি নতুন আবিষ্কৃত বিষয় তথা বিদআত। রাসূল (স) কিংবা তাঁর সাহাবা (রা) কেউ-ই এমনটি করেছেন বলে প্রমাণ নেই। সুতরাং, অবশ্যই এটিকে ত্যাগ করতে হবে। নিয়তের স্থান হলো অন্তরে। মুখে তা উচ্চারণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

[৩.২] কাপড়ে শিশুর বমি করে দেওয়ার হুকুম

প্রশ্নঃ দুগ্ধপোষ্য শিশু বমি করে দিয়েছে, এমন কাপড়ে নামায আদায়ের হুকুম কী?

উত্তর (শায়খ বিন বায)ঃ যদি শিশু দুগ্ধপোষ্য হয় এবং অন্য কিছু না খায় তাহলে পানি ছিটিয়ে দিলেই চলবে। এটিও তার পেশাবের মতোই। অর্থাৎ পানির ছিটা দিলে তাতে নামায বৈধ হবে। তবে পানি ছিটানো ছাড়া নামায পড়া যাবে না।

[৩.৩] মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে বের হওয়া আর্দ্রতার হুকুম

প্রশ্নঃ মহিলাদের লজ্জাস্থান দিয়ে বের হওয়া আর্দ্রতা কি নাপাক না পাক?

উত্তর (শায়খ বিন উসায়মীন)ঃ আলেমরা জানেন যে, উভয় রাস্তা তথা লজ্জাস্থান ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে যা কিছু বের হয়, মণি (বীর্য) ছাড়া আর তার সব কিছুই নাপাক। মণি নাপাক নয়। বাকি সব অপবিত্র এবং ওযু ভঙ্গকারী। এ কায়দার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, মহিলাদের লজ্জাস্থান দিয়ে যে পানি বের হয় তা নাপাক এবং ওযু আবশ্যককারী। অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের সাথে আলোচনা করে আমি এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি। তবে এর পরও

আমি কিছুটা সংশয়ে আছি। কেননা, কিছু মহিলা এমন আছে, যাদের এ সমস্যাটা স্থায়ী। এমতাবস্থায় তাদের হুকুম বহুমূত্র রোগীর হুকুমের মতো। অর্থাৎ নামাযের ওয়াক্ত হলে সে ওযু করে নামায পড়ে নেবে।

এ ছাড়া আমি ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যদি এ স্রাব (আর্দ্রতা) প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হয় তবে তার হুকুম প্রথমটির মতো। আর যদি সন্তান প্রসবের রাস্তা দিয়ে হয়ে থাকে সেটির হুকুম ওযূর ক্ষেত্রে যা বলেছি তার ন্যায়। তবে এগুলোর জন্য গোসল আবশ্যক হবে না।

[৩.৪] মাথায় মেহেদি দেওয়া পবিত্রতা নষ্ট করে না

প্রশ্নঃ এক মহিলা ওযূ করার পর মাথায় মেহেদি দিয়ে নামাযে দাঁড়াল, তার নামায কি শুদ্ধ হবে? যদি মেহেদির কারণে ওযূ ভাঙে, তাহলে সে মহিলা কি ওযূ করার সময় মেহেদির উপর দিয়ে মাথা মাসেহ করলেই যথেষ্ট, না-কি চুল ধুয়ে ফেলতে হবে?

উত্তর (শায়খ বিন বায)ঃ পবিত্রতা অর্জনের পর মাথায় মেহেদি দিলে তা ঐ পবিত্রতা নষ্ট করে না। যদি কেউ মাথায় মেহেদি দেওয়া অবস্থায় ওযূ করে তাহলে শুধু মাসেহ করলেই চলবে। তবে বড় পবিত্রতার (তথা ফরজ গোসলের) জন্য অবশ্যই মাথায় কমপক্ষে তিনবার পানি ঢালতে হবে। তখন শুধু মাসেহ করলে চলবে না। সহীহ মুসলিমে উম্মে সালামাহ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুল বেঁধে রাখি। জানাবাতের বা হায়েযের গোসলের সময় কি আমি তা খুলব?" উত্তরে রাসূল বললেন,

« لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ »

"না, বরং তুমি এর উপর তিনবার পানি ছিটিয়ে তারপর তোমার সারা গায়ে পানি ঢাললেই পবিত্র হয়ে যাবে।" (মুসলিমঃ ৩৩০)

তবে হায়েযের পর যে গোসল, তার জন্য চুল খুলে ধুয়ে ফেলাই উত্তম। এ ব্যাপারে অন্য হাদীসে বর্ণনা পাওয়া যায়।